সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৬৫
WEEKLY BOOKLET:265

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"ফয়যানে নামায" কিতাবের একটি অংশের সম্পাদনা ও সংযোজন

# নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার তিনটি ঘটনা

নামাযের বরকতে ফর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেল ০৩
শারীরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের আরোগ্য ০৯
আমাদের প্রিয় নবী'র শেষ অসিয়ত ১২
খুব সুন্দর ও আলোকিত চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি ১৯

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার তিনটি ঘটনা

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তোমাদের মজলিস সমূহকে সজ্জিত করো কেননা তোমাদের দরূদ পাঠ কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নুর হবে।" (সুনানে নাসায়ি, পৃষ্ঠা: ২২০, হাদীস: ১২৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ১. সন্তানকে পুলিশ ছেড়ে দিলো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান সাররী সাকতী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় খেদমতে তাঁর এক প্রতিবেশী মহিলা উপস্থিত হয়ে আরয করলো: হে আবুল হাসান! রাতে আমার সন্তানকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, সম্ভবত তারা তাকে নির্যাতন করছে, দয়া করুন! আমার সন্তানের জন্য সুপারিশ করুন অথবা কাউকে আমার সাথে প্রেরন করুন। প্রতিবেশী মহিলার আবেদন শুনে তিনি দাঁড়িয়ে বিনয় ও একাগ্রতার সহিত নামাযে লিপ্ত হয়ে গেলেন। যখন অনেক্ষণ হয়ে গেল, তখন সেই মহিলা বললো: হে আবুল হাসান! তাড়াতাড়ি



www.dawateislami.net

করুন! এমন যেন না হয়, বিচারক আমার সন্তানকে জেল খানায় পাঠিয়ে দেয়! তিনি নামাযে লিপ্ত রইলেন, অতঃপর সালাম ফিরানোর পর বললেন: "হে **আল্লাহ পাকের** বান্দিনী! আমি তোমার সমস্যারই তো সমাধান করছি।" তখনো এই কথাবার্তাই চলছিলো, সেই প্রতিবেশী মহিলার খাদেমা এলো এবং বললো: আম্মাজান! ঘরে চলুন! আপনার সন্তান ঘরে ফিরে এসেছে। এটা শুনে সেই প্রতিবেশী মহিলা অনেক খুশি হলো এবং তাঁকে দোয়া করতে করতে সেখান থেকে বিদায় নিলো। (উয়ুনুল হিকায়াত, ১৬৪ পৃষ্ঠা) (উয়ুনুল হিকায়াত (উর্দু) ১/২৬৬) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কয়েদীয়ু! চাহো বারাআত, তুম পড়ো দিল সে নামায
দূর হো জায়ে গী আ'ফাত, তুম পড়ো দিল সে নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ২. মুষলধারে বৃষ্টি হলো ..... কিভাবে? (ঘটনা)

খাদেমে নবী হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বাগানরক্ষী একবার উপস্থিত হয়ে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলো, তিনি অযু করলেন এবং নামায পড়লেন অতঃপর বললেন: হে বাগানরক্ষী! আকাশের দিকে তাকাও! তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ? সে আরয করলো: হুযুর! আমি তো আকাশে কিছুই দেখছি না! তিনি আবারো নামায আদায় করে একই প্রশ্ন করলেন আর বাগানরক্ষীও



www.dawateislami.net

একই উত্তর দিল। অতঃপর তৃতীয় ও চতুর্থবার নামায আদায় করে একই প্রশ্ন করলেন তখন বাগানরক্ষী উত্তর দিল: একটি পাখির ডানার সমপরিমাণ মেঘের টুকরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি নামায ও দোয়ায় পূর্বের ন্যায় লিপ্ত রইলেন, এক পর্যায়ে আকাশে মেঘ ছেয়ে গেলো এবং মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বাগানরক্ষীকে আদেশ দিলেন: ঘোড়ায় আরোহন করে দেখো যে, বৃষ্টি কতোটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছে? সে চারিদিকে ঘোড়া দৌঁড়িয়ে দেখলো এবং এসে বললো যে, এই বৃষ্টি "মুসায়্যিরিন" এবং "গাদবান" এর মহল্লার বাইরে যায়নি। (কারামাতে সাহাবা, ১৯৫ পৃষ্ঠা) (তাবকাতে ইবনে সাদ, ৭/১৫ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আবরে রহমত জুম কর বরসে গা হো জায়ে গী দুর
কহত সা'লী কী মুসিবত তুম পড়ো দিল সে নামায

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## ৩. ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেল (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন নাফে ফিহরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সৈন্যরা আফ্রিকায় লড়াইয়ের সময় একবার এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেল যেখানে দুর দুরান্ত পর্যন্ত পানির কোন নামগন্ধও ছিল না, আর ইসলামী সৈন্যরা পানির পিপাসায় কাতর হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন নাফে ফিহরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দুই রাকাত



www.dawateislami.net

নামায আদায় করে দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে দিলেন, তখনো দোয়া শেষ হয়নি যে, তাঁর ঘোড়া ক্ষুর (অর্থাৎ পা) দ্বারা মাটি খুঁড়তে লাগলো। তিনি উঠে দেখলেন যে, মাটি সরে গেছে আর একটি পাথর দেখা যাচ্ছে! তিনি যখনই পাথরটি সরালেন হঠাৎ এর নিচ থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতে লাগলো এবং এমনভাবে পানি প্রবাহিত হলো যে, সব সৈন্যরা পরিতৃপ্ত হয়ে গেল, সকল পশুরাও তৃপ্তিসহকারে পানি পান করলো আর সৈন্যরা আপন আপন পানির মশকও পূর্ণ করে নিল, অতঃপর এই ঝর্ণা প্রবাহিত অবস্থায় রেখে সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হয়ে গেলো। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩/৪৫১) **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কতআয়ে বে আব হো, বে চেইন হো বে তাব হো
পিয়াস কি হো দুর শিদ্দাত, তুম পড়ো দিল সে নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## আমাকে নামাযের মাধ্যমে প্রশান্তি দান করো!

**হে আশিকানে নামায!** যখন কোন বিপদ আসে বা ক্ষতির সম্মুখীন হন অথবা কোন চরম অবস্থার সম্মুখীন হন তখন দ্রুত নামাযের সহায়তা নেয়া উচিৎ, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হলে নামাযে লিপ্ত হয়ে যেতেন, কেননা নামায সকল যিকির ও দোয়ার সমষ্টি (অর্থাৎ পরিপূর্ণতা প্রদানকারী), এর বরকতে দুঃখ কষ্টে প্রশান্তি অর্জিত হয়, এই কারণেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে

ইরশাদ করতেন: "হে বিলাল! আমাকে নামাযের মাধ্যমে প্রশান্তি দান করো"[১] (অর্থাৎ হে বিলাল! আযান দাও, যাতে আমি নামাযে লিপ্ত হয়ে যাই এবং আমার প্রশান্তি অর্জিত হয়)। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যখন তোমরা আসমান হতে কোন (গর্জন ইত্যাদির ভয়ংকর) আওয়াজ শুনবে তখন নামাযের প্রতি মনোযোগী হয়ে যাও[২]। **"মাবসুত"** কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: যখন অন্ধকারে ছেয়ে যাবে বা প্রচন্ড বাতাস বইতে থাকবে তখন নামায পড়া উত্তম, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে: বসরায় ভূমিকম্প আসে তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا নামায পড়তে লাগলেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/৫৯৮)

## দুই রাকাত নামায মুস্তাহাব হওয়ার কিছু অবস্থা

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: প্রচন্ড ঝড় হওয়া বা দিনের বেলা ঘোর অন্ধকার হওয়া অথবা রাতের বেলা ভয়ঙ্করভাবে আলোকিত হওয়া কিংবা লাগাতার প্রবল বৃষ্টি বা অধিকহারে শিলাবৃষ্টি (Hail) হওয়া অথবা আসমান লাল হওয়া কিংবা বজ্রপাত হওয়া বা অধিকহারে নক্ষত্র পতিত হওয়া অথবা প্লেগ ইত্যাদি মহামারি ছড়িয়ে পড়া কিংবা ভূমিকম্প হওয়া কিংবা শত্রুর ভয় হওয়া বা অন্য কোন ভীতিকর ব্যাপার সংগঠিত হওয়া, এ সব কিছুর জন্য দুই রাকাত (নফল) নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (আলমগীরি, ১/১৫৩) (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৮৮)

১. মুজামুল কবীর, ৬/২৭৭, হাদীস ৬২১৫।
২. শরহে বুখারী লি ইবনে বাত্তাল, ৩/২৬।



www.dawateislami.net

## লেখার সময় যখন ভূমিকম্প এলো (ঘটনা)

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আজ সকালে ১লা মুহাররামুল হারাম ৬০২ হিজরীতে আমি এই কিতাব (অর্থাৎ তাফসীরে কবীর) লিখছিলাম, হঠাৎ ভূমিকম্প আঘাত হানল এবং বিকট শব্দ আসলো! আমি লোকজনকে দেখলাম যে, তারা চিৎকার করে করে এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে রইল। অতঃপর যখন স্থির হয়ে গেলো, মনোরম বাতাস বইতে লাগলো আর অবস্থা স্বাভাবিক হলো তখন লোকেরা নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করলো আর তেমনি অহেতুক ও অনর্থক কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো এবং ভুলে গেলো যে, এইতো কিছুক্ষন পূর্বে চিৎকার চেঁচামেচি করেছিল, **আল্লাহ পাকের** নামের ওসিলা দিচ্ছিলো আর **তাঁর** নিকট কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলো। **(তাফসীরে কবীর, ৭/২২৩)**

## বান্দা বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকে আর .....

২৩তম পারা সূরা যুমারের ৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যখন মানুষকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন আপন প্রতিপালকের ডাকে তাঁরই প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ

অতঃপর যখন **আল্লাহ পাক** তাকে নিজের নিকট থেকে কোন অনুগ্রহ প্রদান করেন তখন ভুলে যায় তা, যার জন্য পূর্বে ডেকেছিল।



www.dawateislami.net

তাছাড়া ১১তম পারা সূরা ইউনুস এর ১২নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآىِٕمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যখন মানুষকে দুঃখ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকে শুয়ে বসে এবং দাঁড়িয়ে। অতঃপর যখন আমি তাঁর দুঃখ দূরীভূত করে দিই তখন এমনিভাবে চলে যায় যেন কখনো কোন দুঃখ স্পর্শ করার কারণে আমাকে ডাকেইনি।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: উদ্দেশ্য হলো, মানুষ দুঃখ কষ্টের সময় খুব ধৈর্যহীন হয় এবং প্রশান্তির সময় খুবই অকৃতজ্ঞ হয়, যখন দুঃখ কষ্টে পতিত হয়, তখন দাঁড়িয়ে, শুয়ে ও বসে সর্বাবস্থায়ই দোয়া করে আর যখন **আল্লাহ** দুঃখ দূর করে দেন, তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা এবং নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়, এ অবস্থা হচ্ছে উদাসিনদের। বিবেকবান মুসলমানদের অবস্থা এর বিপরীত। তারা বালা ও মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ করেন, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, দুঃখ ও আনন্দ সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকের** দরবারে কান্নাকাটি করে এবং দোয়া করে, আরো একটি মর্যাদা তার চেয়েও উন্নত, যা মু'মিনদের মধ্যেও বিশেষ বান্দাদেরই অর্জিত, যখন কোন বিপদ আসে, তারা এতে ধৈর্যধারন করে, **আল্লাহর** সিদ্ধান্তের উপর মনে প্রাণে সন্তুষ্ট থাকেন এবং সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

**(খাযায়িনুল ইরফান, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)**



www.dawateislami.net

## অযু ও নামায রোগব্যাধি থেকে বাঁচিয়ে থাকে

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নামাযের মাধ্যমে যেমনিভাবে বিপদাপদের প্রতিকার রয়েছে, তেমনিভাবে এর মাঝে রোগব্যাধিরও চিকিৎসা রয়েছে। স্বয়ং ডাক্তাররাও স্বীকার করেছে, অযুকারী ব্যক্তি মানসিক রোগে খুবই কম ভোগে। নামাযী ব্যক্তি পাগলামী এবং প্লীহা (Spleen) রোগ থেকে প্রায় নিরাপদ থাকে, নামায পড়ার জন্য দিনে কয়েকবার অযু করতে হয় আর নামাযী ব্যক্তি কাপড়ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। এজন্য ময়লা ও অপবিত্রতা থেকে নিরাপদ থাকে আর এটা স্পষ্ট যে, ময়লা আবর্জনা অসংখ্য রোগের মূল।

## নামাযে আরোগ্য রয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: এক বার আমি নামায আদায় করে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট বসে গেলাম, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার কি পেট ব্যথা করছে? আমি আরয করলাম: জ্বি হ্যাঁ! ইরশাদ করলেন: قُمۡ فَصَلِّ، فَاِنَّ فِی الصَّلَاۃِ شِفَآءً অর্থাৎ "দাঁড়াও আর নামায পড়ো, কেননা নামাযের মধ্যে আরোগ্য রয়েছে। **(ইবনে মাজাহ, ৪/৯৮, হাদীস ৩৪৫৮)**

বে আদাত আমরায সে মাহফুয রাখে গী তুমহে
হক্ক সে দিলওয়ায়ে গী সেহত, তুম পড়ো দিল সে নামায

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد



www.dawateislami.net

# নামাযের মাধ্যমে অর্জিত শারীরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের আরোগ্য সম্পর্কিত ২১ টি মাদানী ফুল

**(প্রথম ৬ টি মাদানী ফুল ইবনে মাজাহ এর সিন্ধি পাদটিকার ৪র্থ খন্ডের ৯৮ পৃষ্ঠা এবং অবশিষ্টগুলো ফয়যুল কদীর ৪র্থ খণ্ডের ৬৮৯ পৃষ্ঠা হতে উল্লেখ করা হয়েছে)**

(১) নামায অন্তর, পাকস্থলী এবং অন্ত্র ইত্যাদি রোগের আরোগ্য দান করে (২) নামায ব্যথার অনুভূতিকে ভূলিয়ে দেয় বা কমিয়ে দেয় (৩) নামায হলো উত্তম ব্যায়াম, কেননা এতে কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকু এবং সিজদা ইত্যাদি দ্বারা শরীরের অধিকাংশ জোড়া সচল থাকে (৪) সর্দি-কাশি রোগীর জন্য দীর্ঘ সিজদা করা উপকারী (৫) সিজদা দ্বারা বন্ধ নাক খুলে যায় (৬) অন্ত্রে জমা হওয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তু সমূহকে নড়াচড়ার মাধ্যমে বের করতে সিজদা যথেষ্ট ভূমিকা রাখে (৭) নামাযের দ্বারা মন-মানসিকতা ভালো থাকে এবং রাগের আগুনকে নিভিয়ে দেয় (৮) নামায রিযিক আনয়ন করে (৯) স্বাস্থ্য ভাল রাখে (১০) কষ্ট দূর করে (১১) রোগ দূর হয় (১২) মনোবল বৃদ্ধি করে (১৩) খুশির মাধ্যম হয় (১৪) অলসতা দূর করে (১৫) বক্ষ প্রসারিত হয় (১৬) অন্তরকে সতেজ করে (১৭) অন্তর আলোকিত করে (১৮) চেহারা উজ্জ্বল হয় (১৯) বরকত আনয়ন করে (২০) দয়াময় **আল্লাহ পাকের** নিকটবর্তী করে দেয় এবং (২১) শয়তানকে দূরে তাড়িয়ে দেয়। (এই উপকারীতা সমূহ ঐ অবস্থায় অর্জিত হবে, যখন সঠিক পদ্ধতিতে একনিষ্ঠতার সাথে নামায আদায় করা হবে)



www.dawateislami.net

দূর হুঁ বিমারীয়াঁ বে কারীয়াঁ না কামিয়াঁ
দিল মে দাখিল হু মাসার্‌রাত, তুম পড়ো দিল সে নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## কোন নবী কোন নামায আদায় করেছেন?

কতিপয় আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বিভিন্ন সময়ের নামায পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করেছেন। **আল্লাহ পাক তাঁর** প্রিয়জনদের এই সুন্দর কজকে আমরা গোলামানে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অর্থাৎ নবীর উম্মতের) উপর ফরয করে দিয়েছেন।

## ফজরের নামায

হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام সকাল হওয়ার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে দুই রাকাত (নামায) আদায় করেন, আর এটা ফজরের নামায হয়ে গেলো। (রদ্দুল মুহতার, ২/১৬)

**আল্লাহ পাকের** দয়ায় জান্নাতে উজ্জলতাই উজ্জলতা, আলোই আলো। যখন হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام আপন মুবারক কদম রেখে মাটিকে ধন্য করেন তখন রাত (NIGHT) ছিল আর সকাল হতেই তিনি আনন্দিত হয়ে গেলেন এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ফজরের নামায আদায় করেন।

## যোহরের নামায

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আপন সন্তানের প্রাণ বেঁচে যাওয়া এবং দুম্বা কুরবানী করার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ



www.dawateislami.net

যোহরের সময় চার রাকাত নামায আদায় করেন, আর এটা যোহরের নামায হয়ে গেলো। (শরহে মায়ানি আল আছার, ১/২২৬, হাদীস ১০১৪)

## আসরের নামায

হযরত সায়্যিদুনা উযাইর عَلَيْهِ السَّلَام কে একশ বছর পর জীবিত করা হয়েছিলো, এরপর তিনি চার রাকাত নামায আদায় করেছিলেন আর তা আসরের নামায হয়ে গেলো।

(শরহে মায়ানি আল আছার, ১/২২৬, হাদীস ১০১৪)

## ১০০ বছর পর পুনরায় জীবিত করা হলো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা উযাইর عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনা খুবই চমৎকার। **আল্লাহ পাকের** নির্দেশে তিনি একশত (১০০) বছর মৃত ছিলেন। তাঁর বাহন গাধা পঁচে গলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো, কিন্তু তাঁর খাবার ও পানি অর্থাৎ খেজুর এবং আঙ্গুরের রস সুরক্ষিত ছিলো। একশত বছর পর **আল্লাহ পাক** তাঁকে পুনরায় জীবিত করেন, তাঁর চোখের সামনে গাধাকেও জীবিত করা হয়। (তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, ৯০ পৃষ্ঠা) এরপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আসরের নামায আদায় করেন কেননা তখন বিকালের সময় ছিল।

## মাগরিবের নামায

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام মাগরিবের সময় চার রাকাত নামায আদায় করার জন্য দাঁড়ালেন কিন্তু মাঝখানে তিন রাকাত পড়েই সালাম ফিরিয়ে নিলেন। সেই থেকেই মাগরিবের নামায তিন রাকাত হয়ে গেলো। (শরহে মায়ানি আল আছার, ১/২২৬, হাদীস ১০১৪)



www.dawateislami.net

## ইশার নামায

আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশার নামায আদায় করেন। (শরহে মায়ানি আল আছার, ১/২২৬, হাদীস ১০১৪) আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর তাহাজ্জুদের নামাযও ফরয ছিল। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৩০২-৪০৮) ইশার নামায **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের বিশেষত্ব এবং পাঞ্জেগানা নামাযও (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও)। আর তাহাজ্জুদের নামায ফরয হওয়া **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষত্ব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## নামায বেহেশতের চাবি

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বেহেশতের চাবি হলো নামায আর নামাযের চাবি হলো অযু। (তিরমিযী, ১/৮৫)

## বেহেশতের বিভিন্ন স্তরের চাবি

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ জান্নাতের স্তর সমূহের (Ranks) চাবি হলো নামায, সুতরাং এই হাদীস শরীফ এর বিপরীত নয় যে, জান্নাতের চাবি হলো কলেমায়ে তৈয়্যবা, কেননা (এর দ্বারা) এখানে স্বয়ং জান্নাতেরই চাবি উদ্দেশ্য। যদিও নামাযের শর্তাবলী অনেক, সময়, কিবলামুখী হওয়া ইত্যাদি কিন্তু পবিত্রতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ



www.dawateislami.net

বিষয়। এজন্য একে নামাযের চাবি বলা হয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৪০) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যেমনিভাবে দরজা চাবি ছাড়া খোলা যায় না, তেমনিভাবে জান্নাতের দরজাও নামায ছাড়া খোলা যাবে না, এজন্য নামাযকে "ঈমান" শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (আশ্ইয়াতুল লুমআত, ১/৫৪২)

## চাবি দাঁত সমূহ

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ কি জান্নাতের চাবি নয়? ইরশাদ করলেন: কেন নয়! কিন্তু প্রত্যেক চাবির দাঁত থাকে, যদি তোমরা দাঁত বিশিষ্ট চাবি নিয়ে আসো তবে তালা খুলে যাবে, অন্যথায় খুলবে না। (বুখারী, ১/৪১৯) সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর নিকট যখন (তাবেয়ী বুযুর্গ) হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই উক্তি উল্লেখ করা হলো তখন তিনি বললেন: ওয়াহাব সত্য বলেছে, আমি কি তোমাদেরকে ঐ দাঁত সমূহ সম্পর্কে বলবো না যে, তা কি? অতঃপর তিনি নামায, যাকাত এবং ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনা করেন। (আর রাওদুল আনাফ, ৪/৩১৯) **"ওমদাতুল ক্বারী"**তে বর্ণিত রয়েছে: এই (অর্থাৎ জান্নাতের) চাবির দাঁত গুলো হলো ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

(ওমদাতুল ক্বারী, ৬/৪)



www.dawateislami.net

## প্রত্যেক মুসলমান জান্নাতী

**হে আশিকানে রাসূল!** যদি কেউ ফরয ও ওয়াজিব সমূহে অলসতা করে এবং গুনাহ থেকে বিরত না থাকে কিন্তু ঈমানের সহিত এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে সফল হয়ে যায় তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। **আল্লাহ পাক** চাইলে আপন দয়ায় বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন এবং যদি مَعَاذَ الله গুনাহের কারণে আযাবও দেন তবে অবশেষে জান্নাত প্রদান করবেন। কিন্তু আমরা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, **আল্লাহ**র শপথ! এক মুহূর্তের কোটি ভাগের এক ভাগও কেউ জাহান্নামের আযাব সহ্য করতে পারবে না।

কহি কা আহ! গুনাহোঁ নে আব নেহী ছোড়া,
আযাবে নার সে আত্তার কো বাচা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৭পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## অযুতে হওয়া কিছু ভুল

হাদীসে পাকের "নামাযের চাবি হলো অযু" অংশ দ্বারা অযুর গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে। অযু মনোযোগ সহকারে করা উচিৎ, যাতে এর কোন ফরয বরং সুন্নাতও বাদ না পড়ে। দেখুন না! যদি কেউ শুধুমাত্র ২৫০ গ্রাম দুধও গরম করার জন্য চুলার উপর রাখে তবে সতর্ক থাকে, কেননা সে জানে যে, যদি আমি উদাসিন হই তবে দুধ উতলে পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সামান্য ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সজাগ থাকে, কিন্তু আফসোস! বর্তমানে



www.dawateislami.net

তাড়াহুড়ো এবং উদাসিনতার কারণে অধিকাংশ মানুষ অযুর সুন্নাতের প্রতি কোন খেয়াল রাখে না বরং অনেক সময় তো ফরযেরও পরোয়া করে না! উদাহরণ স্বরূপ কুলি করার ক্ষেত্রে মুখের ভেতরকার সম্পূর্ণ অংশ এবং দাঁতের প্রতিটি ফাঁকে পানি পৌঁছাতে হয় এবং নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে নরম হাঁড় পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। অযুতে এভাবে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আর গোসলে ফরয, কিন্তু অধিকাংশ লোককে দেখা যায় যে, কুলি করার সময় তাড়াহুড়ো করে তিনবার পিচকারী করে নেয় বা নাকের ডগায় তিনবার পানি লাগিয়ে নেয়। অযুতে দু'একবার এরূপ করাটা দোষনীয় এবং এটাকে অভ্যাসে পরিণত করা গুনাহ। আর যদি গোসলে এরূপ করা হয় তবে গোসলই হবে না। অনুরূপভাবে উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত এমনভাবে ধৌত করা প্রয়োজন যে, পানি যেনো কনুই পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে প্রবাহিত হয় কিন্তু কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা হাতের তালুতে পানি নিয়ে কব্জি থেকে তিনবার ছেড়ে দেয়, এভাবে ধৌত করাতে কনুই বরং কব্জির চারিদিকে পানি প্রবাহিত না হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়, অনুরূপভাবে এইদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, একটি লোমও (অর্থাৎ ঐসকল ছোট ছোট নরম লোম যা মানুষের শরীরে হয়ে থাকে তা'ও) যেন শুষ্ক না থাকে। যদি পানি কোন লোমের গোড়াকে ভিজিয়ে চলে গেলো আর লোমের উপরের অংশ শুষ্ক রয়ে গেলো তবে অযু হবে না। ভাবুন! অযুর ক্ষেত্রে অসাবধানতা পরকালের কতবড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। অযুর প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে



www.dawateislami.net

জানতে মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "নামাযের আহকাম" এ অন্তর্ভুক্ত পুস্তিকা "অযুর পদ্ধতি" অবশ্যই পড়ে নিন।

## যদি একজন ইসলামী ভাইও চেষ্টা করে তবে!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** অযু গোসল এবং নামাযের সঠিক পদ্ধতি শিখা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ লাভের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি "মাদানী বাহার" উপস্থাপন করছি: ডেরা ইসমাঈল খান এর অধিবাসী এক ব্যক্তি নিজের জীবনের একটি অনেক বড় সময় ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে গুনাহের মধ্যে অতিবাহিত করে দিয়েছে। একদিন নিকটবর্তী গ্রামে অধিবাসী এক মুবাল্লীগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** তাদের গ্রামে গেলো, তিনি আসরের পর মাদানী দাওরা করলো, মাগরিবের নামাযের পর সুন্নাতে ভরা বয়ান করলেন এবং বয়ানের শেষে তিনি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণের উৎসাহ প্রদান করলেন। এই ইসলামী ভাই ইজতিমায় অংশগ্রহণের নিয়্যত তো করলো কিন্তু **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকায গ্রাম থেকে অনেক দূরে হওয়ার কারণে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। পরবর্তী সপ্তাহে ঐ ইসলামী ভাই আবার আসলো, মাদানী দাওরা করলো এবং মাগরিবের পর সুন্নাতে ভরা বয়ান করলো, এভাবে একমাস অতিবাহিত হয়ে গেলে কিন্তু সে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে পারলো না। তৃতীয়বার ঐ ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলার সাথে গ্রামে আসলো আর ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর মাধ্যমে সে সহ



www.dawateislami.net

আরো তিন চারজন ইসলামী ভাইকে ইজতিমার জন্য প্রস্তুত করে নিলো। এবার সে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে সফল হয়ে গেলো। সুন্নাতে ভরা বয়ানের পর যিকির ও দোয়ায় অংশগ্রহণ করলো, দোয়ার সময় কান্নাকাটি ও ভাবাবেগপূর্ণ দৃশ্য দেখে তারও কান্না এসে গেলো। ইজতিমার বরকত সাথে সাথে প্রকাশিত হলো আর সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিলো যে, اِنْ شَآءَ الله আমি মাদানী কাফেলায় অবশ্যই সফর করবো। পরবর্তী সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সে একাই পৌঁছে গেলো এবং ইজতিমার পরদিনই মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে তার নামায, অযু, গোসলের ভুলত্রুটি গুলো দূর হলো এবং সে অনেক দোয়াও শিখে নিলো। সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিজে নিজেকে মাদানী রঙে রাঙিয়ে নিলো। যখন মাদানী কাফেলা হতে ঘরে ফিরে আসলো তখন মাথায় পাগড়ীর মুকুট শোভা পাচ্ছিল, এসব দেখে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেলো যে, এর মাঝে এই পরিবর্তন কিভাবে আসলো? কিছুদিন পর সে সাহস করে মসজিদে **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর দরস শুরু করে দিল, ফয়যানে সুন্নাতের দরসের বরকতে আরো তিনজন ইসলামী ভাই পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো, এরপর তারা সকলে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে লাগলো আর ধীরে ধীরে তাদের গ্রামেও মাদানী কাজের মাদানী বসন্ত এসে গেলো।



www.dawateislami.net

আও মাদানী কাফেলে মে হাম করে মিল কর সফর,
সুন্নাতে শিখে ঙ্গে উস মে اِنْ شَآءَ الله সর বসর।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## নামায হলো নূর

হযরত সায়্যিদুনা আবু মা'লিক আশআরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلصَّلَاةُ نُوْرٌ অর্থাৎ নামায হলো নূর। (মুসলিম, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২৩)

## নামায নূর হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামায নূর হওয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন: ✲ এর অর্থ হলো, যেভাবে নূরের মাধ্যমে আলো অর্জন করা যায়, তেমনিভাবে নামাযও গুনাহ হতে বিরত রাখে এবং নির্লজ্জতা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত রেখে সঠিক পথ দেখিয়ে থাকে। ✲ এক অভিমত অনুযায়ী এর অর্থ: নামাযের প্রতিদান ও সাওয়াব কিয়ামতের দিন নামাযীর জন্য নূর হবে। ✲ এক অভিমত হলো: এর উদ্দেশ্য হলো যে, কিয়ামতের দিন নামাযীর চেহারায় নামায নূর হয়ে প্রকাশিত হবে, তাছাড়া দুনিয়ায়ও নামাযীর চেহারা আলোকিত হবে। (শরহে মুসলিম, ২/১০১)



www.dawateislami.net

## সিজদার চিহ্ন পুলসিরাতের উপর টর্চলাইটের কাজ দিবে

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ নামায মুসলমানের অন্তরের, চেহারার, কবরের, কিয়ামতের আলো হবে। পুলসিরাতের উপর সিজদার চিহ্ন টর্চলাইটের কাজ দিবে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

(পারা ২৮, সূরা আত তাহরীম, আয়াত ৮)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তাদের নূর তাদের সম্মুখে দৌঁড়াতে থাকবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৩২)

পড়তে রহো নামায তো চেহরে পে নূর হে,
পড়তা নেহী নামায ওহ জান্নাত সে দূর হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## নামায দ্বীনের স্তম্ভ

**প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নামায দ্বীনের স্তম্ভ, যে ব্যক্তি তা প্রতিষ্ঠিত রাখলো, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখলো আর যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিলো, সে দ্বীনকে ছেড়ে দিলো। (মানিয়াতুল মুসল্লা, ১৩ পৃষ্ঠা)

## আলোকিত চেহারা

বর্ণিত আছে, যখন কিয়ামত কায়েম হবে, তখন নামাযীদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে, যখন প্রথম দল (Group) জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনা হবে



www.dawateislami.net

তখন তাদের চেহারা তারকার মতো ঝলমল করবে, ফিরিশতারা তাদেরকে স্বাগতম জানাবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে: তোমরা কারা? তারা বলবে: আমরা উম্মতে মুহাম্মদীয়া عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নামাযী, অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হবে: তোমাদের আমল সমূহের (নামাযের) অবস্থা কেমন ছিলো? তারা বলবে: আমরা আযান শুনতেই অযুর জন্য দাঁড়িয়ে যেতাম এবং দুনিয়ার কোন জিনিস আমাদেরকে এর থেকে বিরত রাখতে পারতো না। ফিরিশতা বলবে: তোমরা এরই উপযুক্ত (তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক)। অতঃপর দ্বিতীয় দল (Group) জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনা হবে, যাদের সৌন্দর্য প্রথম দলের চেয়ে বেশি হবে, তাদের চেহারা চাঁদের ন্যায় চমকাবে, ফিরিশতা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে: তোমরা কারা? তারা বলবে: আমরা নামায আদায়কারী ছিলাম। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হবে: তোমাদের নামাযের অবস্থা কেমন ছিলো? তারা বলবে: আমরা নামাযের সময়ের পূর্বে নামাযের জন্য অযু করে নিতাম (আর যখন আযান শুনতাম তখন দ্রুত মসজিদে উপস্থিত হয়ে যেতাম)। ফিরিশতারা বলবে: তোমরাই এর উপযুক্ত। অতঃপর তৃতীয় দল জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনা হবে, যাদের মান ও মর্যাদা এবং সৌন্দর্য পূর্বের দলগুলোর চেয়ে আরো বেশি হবে। তাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় উজ্জল হবে। ফিরিশতারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে: এতো সুন্দর আকৃতি এবং এতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তোমরা কারা? তারা বলবে: আমরা সর্বদা নামায আদায় করতাম। ফিরিশতারা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের নামাযের অবস্থা



www.dawateislami.net

কেমন ছিলো? তারা বলবে: আমরা আযান শুনার পূর্বেই মসজিদে উপস্থিত থাকতাম এবং আযান মসজিদেই শুনতাম। ফিরিশতারা বলবে: তোমরাই এর উপযুক্ত। (কু'তুল কুলুব, ২/১৬৮)

ইক রোজ মুমিনু! তোমহে মরনা জরুর হে,
পড়তে রহো নামায তো চেহরে পে নূর হে।
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## জান্নাতের দরজা খুলে যায়

اَللهُ اَكْبَرُ নামায কতই প্রিয় ইবাদত যে, শুরু করতেই জান্নাতের দরজা খুলে যায়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন বান্দা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় আর তার এবং **প্রতিপালকের** মাঝখানে পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়। আর হুরে আইন (অর্থাৎ বড় বড় চোখ বিশিষ্ট হুরগণ) তাকে স্বাগতম জানায় যতক্ষণ না নাক টানে, না খাকাড়ি দেয়।"

(মু'জামুল কবীর, ৮/২৫০, হাদীস ৭৯৮০)

## কোন ফিরিশতা রুকুতে কোন ফিরিশতা সিজদায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** এমন কোন জিনিস ফরয করেননি, যা তাওহীদ (একত্ববাদ) ও নামায হতে উত্তম। যদি এর চেয়ে উত্তম কোন জিনিস হতো তবে তা অবশ্যই ফিরিশতাদের উপর ফরয করতেন। তাদের (অর্থাৎ



www.dawateislami.net

ফিরিশতাদের) মধ্যে কেউ রুকুতে রয়েছে আর কেউ সিজদায় রয়েছে। (আল ফেরদৌস বিমাচুরিল খিতাব, ১/১৬৫, হাদীস ৬১০)

## আরশ বহনকারী ফিরিশতারা মুসলমানদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে

বর্ণিত আছে, যখন **আল্লাহ পাক** সাত আসমান সৃষ্টি করেন তখন তা ফিরিশতা দ্বারা পূর্ণ করে দেন, তাঁরা নামায পড়ে ইবাদত করতো এবং এক মূহুর্তের জন্যও অলসতা করতোনা। **আল্লাহ পাক** প্রত্যেক আসমানবাসীর জন্য ইবাদতের একটি বিশেষ ধরণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কিছু আসমানবাসীর উপর এই ইবাদত নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তারা শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে, এক আসমানবাসী রুকুতে ঝুঁকে আছে, আরেক আসমানবাসী সিজদা অবস্থায় রয়েছে, আরেক আসমানবাসী **আল্লাহ পাকে**র মহত্বের সামনে নত হয়ে আছে। ইল্লীয়িনবাসী (অর্থাৎ সাত আসমান) এবং আরশবাসী **আল্লাহ**র আরশের চারপাশে তাওয়াফরত অবস্থায় রয়েছে আর **আল্লাহ পাকে**র প্রসংশা ও পবিত্রতা ঘোষনা করছে, আর পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে। মুসলমানদের ফযীলতের উদ্দেশ্যে এসব ইবাদতকে একই নামাযের মধ্যে একত্রিত করে দিয়েছেন যাতে তারা (মুসলমানরা) প্রত্যেক আসমানবাসীর ইবাদতে অংশীদার হয়ে যায়।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২২ পৃষ্ঠা) (মুকাশাফাতুল কুলুব (উর্দ্দু), ৪৫১ পৃষ্ঠা)



www.dawateislami.net

দরবারে মুস্তফা মে তোমহে লে'কে জায়ে গী
খা'লিক সে বাখশোওয়ায়ে গী এ্যয় ভাইয়ু! নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## এক লক্ষ ফিরিশতা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "মুমিন বান্দা যখন নামায পড়ে তখন এতে ফিরিশতাদের দশটি কাতার আশ্চর্য হয়ে যায়, যার একটি কাতারে দশ হাজার ফিরিশতা থাকে। আর **আল্লাহ পাক** ঐ বান্দাকে নিয়ে এই এক লক্ষ ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৩১) (ইহইয়াউল উলুম (উর্দু), ১/৫২৬)

## ফিরিশতারা আশ্চর্য হওয়ার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হা'মিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন: এর কারণ হলো, বান্দার নামাযে কিয়াম (দাঁড়ানো), বৈঠক এবং রুকু ও সিজদা থাকে অথচ **আল্লাহ পাক** এই চার আরকানকে চল্লিশ হাজার ফিরিশতার মধ্যে বন্টন করেছেন। কিয়ামকারী (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকা) ফিরিশতারা কিয়ামত পর্যন্ত রুকু করবে না। সিজদারত ফিরিশতারা কিয়ামত পর্যন্ত এথেকে মাথা উত্তোলন করবে না। অনুরূপভাবে রুকু এবং বৈঠককারীর অবস্থাও এমন, কেননা **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদেরকে যে নৈকট্যের মর্যাদা দান করেছেন (সে অনুযায়ী) তাদের উপর সর্বদা একই অবস্থায় থাকা



www.dawateislami.net

আবশ্যক, এতে কম বেশি হতে পারবে না। **আল্লাহ পাক** এ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান পূর্বক ২৩তম পারা **সূরা সাফফাত** এর ১৬৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَمَا مِنَّاۤ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿۱۶۴﴾

(পারা ২৩, সূরা সাফফাত, আয়াত ১৬৪)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর ফিরিশতাগণ বলে, 'আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের একটা স্থান নির্ধারিত রয়েছে।

**"তাফসীরে সিরাতুল জিনান"** ৮ম খন্ডের ৩৫৭ থেকে ৩৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমার (وَمَا مِنَّاۤ অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য) পাদটীকায় রয়েছে: (এর একটি) তাফসীর হলো: হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! "আমাদের ফিরিশতাদের দলের মধ্য হতে প্রত্যেকের জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট রয়েছে, যাতে তারা আপন **প্রতিপালকের** ইবাদত করে।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: আসমানে এক বিঘত পরিমাণ জায়গা এমন নেই, যেখানে কোন না কোন ফিরিশতা নামায আদায় করছে না অথবা তাসবীহ পাঠ করছে না।

**(রুহুল বয়ান, ৭/৪৯৪-৪৯৫। খাযিন, ৪/২৮)**



www.dawateislami.net

# নামায হচ্ছে নূর

হযরত আবু মালিক আশয়ারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"اَلصَّلٰوۃُ نُوۡرٌ অর্থাৎ নামায হচ্ছে নূর।"

(মুসলিম, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৩)


**মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা**

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net